মুখবন্ধ/প্রসঙ্গ কথা-Preface

সোসিও- ইকোনমিক এন্ড রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট এসোসিয়েশন (সেরা) এর বার্ষিক কার্যক্রম প্রতিবেদন প্রায় দুই দশকেরও অধিক সময় ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় বাস্তবতার প্রেক্ষিতে প্রকাশিত হচ্ছে বার্ষিক কার্যক্রম প্রতিবেদন-২০২২। সেরা সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণমূলক মানব হিতৈষী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নেত্রকোণা এবং তার পার্শ্ববর্তী সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ জেলাসহ ময়মনসিংহ বিভাগের দারিদ্রক্লিষ্ট গণ-মানুষের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করছে। সদিচ্ছা আন্তরিকতা এবং সুপ্রচেষ্টা যদি থাকে তাহলে ভালো কিছু যে করা সম্ভব তা আমরা সবাই জানি এবং প্রায়শঃই দেখে থাকি। আর তারই একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত আজকে হাজারো সংগঠনের ভীড়ে জায়গা করে নেয়া প্রতিষ্ঠান ছোট্ট একটি নাম সেরা - SERAA।

সেরা এর সাধারণ পরিষদ, কার্যনির্বাহী পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দের সুচিন্তিত ও গুরুত্বপূর্ণ মতামত এবং নির্বাহী পরিচালক এস.এম. মজিবুর রহমান এর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় সেরা আজ একটি ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছে। এতদ্বসত্ত্বেও সেরার বেশ কিছু সমস্যা, বিশেষ করে স্থায়ীত্বশীলতা অর্জনের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা রয়েছে বলে আমি মনে করি। তবে এ সমস্যা কাটিয়ে আরো সক্ষম ও সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেরাকে একটি শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড় করানোই আমাদের মূল লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্য অর্জনে পরমতসহিষ্ণু সেরা এর সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

মোঃ গোলাম মোস্তাফা
চেয়ারম্যান

সোসিও-ইকোনমিক এন্ড রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট এসোসিয়েশন (সেরা) গ্রামাঞ্চলের অপেক্ষাকৃত সুবিধাবঞ্চিত অবহেলিত নারী–পুরুষ ও শিশু-কিশোরদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৭ ইং সনে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশে গারো পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত আদিবাসীসহ বৈচিত্রময় জাতি গোষ্ঠী সমৃদ্ধ ও হাওর-বাওর অধ্যুষিত নেত্রকোণা জেলার আটপাড়া উপজেলাধীন পশ্চাৎপদ ইউনিয়ন সুখারীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সংগঠনটি সমাজে বিভিন্নমুখী উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে কালের মহাপরিক্রমায় আজ অতিক্রম করছে দুই দশকের অধিককাল। বিগত বছরগুলির সফলতা-ব্যর্থতার সুদীর্ঘ খতিয়ানের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সংগঠনের কর্মসূচীও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিবেদনে সফলতার চিত্র যেমন ফুটে উঠেছে তার পাশাপাশি কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিচ্যুতির চিত্রও বিধৃত হয়েছে। দেশের অনাকাঙ্খিত প্রাকৃতিক দূর্যোগ, গ্রামীণ প্রথাগত-বিশ্বাস, তহবিলের অপর্যাপ্ততা, কোভিড -১৯ তথা করোনা ভাইরাসের বিপর্যয়, নিয়মিত আয়ের উৎস না থাকা আর কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের তাৎক্ষণিক কর্মপন্থা নির্ধারণে দক্ষতার অভাব এগুলোই বিচ্যুতির মূল কারণ। তদুপরি ২০২২ সালের অর্জন ও বার্ষিক প্রতিবেদনটি তৈরীতে সেরা'র সকল পর্যায়ের কর্মীদের অবদান অনস্বীকার্য।

বর্তমান পরিবর্তনশীল অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কাঙ্খিত উন্নয়ন অর্জনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারসাম্য রক্ষায় দেশীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করে দেশের স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলা প্রয়োজন। আর এই লক্ষ্যে নারী-পুরুষের ভেদাভেদ ভুলে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষকে উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সম্পৃক্ত করে স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের কাঙ্খিত উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে বর্তমান সরকারের অভীষ্ট লক্ষ্য রূপকল্প ২০৪১ অর্জনে **"সেরা"** তার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
আমাদের এই চলার পথে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সমমনা সংস্থা এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সহযোগিতা ও সুপরামর্শ প্রতিনিয়তই আমাদের অনুপ্রাণিত করছে। সেজন্য আমরা সংস্থার পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা, গঠনমূলক সমালোচনা ও সুপরামর্শ আমাদের কর্মোদ্দীপনাকে আরো অধিকতর গতিশীল করবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

এসএম.মজিবুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক

প্রাক্কথন-Preface ঃ

সোসিও-ইকোনমিক এন্ড রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট এসোসিয়েশন (সেরা) জাতীয় পর্যায়ের একটি অরাজনৈতিক ও অলাভজনক সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৭ সনে নেত্রকোণা জেলার আটপাড়া উপজেলাধীন পশ্চাৎপদ সুখারী ইউনিয়নে স্বনামধন্য সমাজকর্মী ও উন্নয়ন সংগঠক এস.এম. মজিবুর রহমানের নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক উন্নয়ন কামী যুব সংগঠকের মাধ্যমে দারিদ্রক্লিষ্ট, সমাজের অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত ও শ্রমজীবি নারী-পুরুষদের মধ্যে কাজ শুরু করে। সংস্থাটি জন্মলগ্ন থেকেই নিজস্ব পরিকল্পনায় বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনের লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর হয়ে দারিদ্র-পীড়িত গণমানুষের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করছে। নারী-পুরুষের সমতা, সমাজে নারী পুরুষের সমঅংশীদারিত্ব নিশ্চিত, কাঠামোগত দারিদ্রবিমোচন, টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন, শিশু-সুরক্ষা ও মৌলিক মানবিক অধিকারবলী পূরণের মাধ্যমে অভীষ্ট দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই হচ্ছে সংস্থার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

স্বপ্ন ঃ একটি সুখী-সমৃদ্ধ ও সুষম সমাজ প্রতিষ্ঠা।

লক্ষ্য ঃ মৌলিক চাহিদা ও মানবিক অধিকারবলী পূরণের মাধ্যমে অভীষ্ট দরিদ্র ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

উদ্দেশ্য ঃ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সমন্বয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে অভীষ্ট দরিদ্র ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন সাধন।

স্বপ্ন অর্জনে ব্রত ঃ

সেরা সমাজের সুবিধাবঞ্চিত পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ও দুর্দশাগ্রস্তদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে একটি সমন্বিত ও অধিকার ভিত্তিক এপ্রোচে কাজ করছে।

সেরা শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন, পরিবেশ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিশু সুরক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং মানবাধিকার, সুশাসন ও অধিপরামর্শ কার্যক্রমের মাধ্যমে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর জীবনমানের ইতিবাচক স্থায়ীত্বশীল পরিবর্তন সাধনে বদ্ধপরিকর।

সমন্বিত কার্যক্রম, জন অংশগ্রহণ, সন্নিবেশিত চিন্তার এপ্রোচ এবং সরকারি ও বেসরকারি সমমনা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগসূত্র স্থাপন জোরদার করণের মাধ্যমে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব বলে সেরার দৃঢ় বিশ্বাস।

সেরা এ বিশ্বাস থেকেই একটি অরাজনৈতিক ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজস্ব স্বাতন্ত্রতা বজায় রেখে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর ও সংস্থার স্থায়ীত্ব লাভে নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

সংস্থার আইনগত বৈধতা ঃ

(ক) ১৯৯৯ সালে সমাজসেবা অধিদপ্তর নেত্রকোণা থেকে নিবন্ধন লাভ করে, যার নং-নেত্র-০-২৭৩, তারিখ ০৩-০৮-১৯৯৯।

(খ) ২০০৬ সালে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে নিবন্ধন লাভ করে, যার নং–২০৮৯, তারিখ ১৭-০৪-২০০৬ (নাবায়ন: ১৭-০৪-২০২১ হতে ১৬-০৪-২-৩১)

- ইনকাম টেক্স সার্টিফিকেট (টিন) নং-৮৬৭-৩০০-০০১৭/এসএ১৮/নেত্র।
- ভ্যাট নিবন্ধন নং-১৭০৮১০২৭৬১২ তারিখঃ ১৮/১০/২০১২।
- ট্রেড লাইসেন্স নং- ১৪৪৩, নেত্রকোণা পৌরসভা, নেত্রকোণা, ০৫৩৭-০০ ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভা, ময়মনসিংহ।

সংস্থার উপকারভোগী ঃ

হত দরিদ্র পরিবার, ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দলিত ও বঞ্চিত পরিবার এবং দরিদ্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তি উল্লেখিত পর্যায়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে অসহায় মহিলা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু এবং শিক্ষাবঞ্চিত ছেলে-মেয়ে ও নারী-পুরুষ।

বর্তমান কর্ম এলাকা ঃ

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ময়মনসিংহ	নেত্রকোণা	আটপাড়া, দুর্গাপুর, পূর্বধলা, নেত্রকোণা সদর, মদন, বারহাট্টা, মোহনগঞ্জ, কলমাকান্দা ও খালিয়াজুরী = ৯ টি
	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর, ফুলপুর, ঈশ্বরগঞ্জ, গৌরীপুর, ধোবাউড়া ও হালুয়াঘাট = ৬ টি
১ টি	২ টি	১৫ টি

সার-সংক্ষেপ -Brief Summary:

সেরা তার কর্ম এলাকায় লক্ষিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক স্থায়ীত্বশীল পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে নানাবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। মানুষের সার্বিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। তাই সেরা আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা, ইসিসিডি ও বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। লক্ষিত জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও স্বক্ষমতা বৃদ্ধি , দুঃস্থ নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন ও নিজস্ব পুঁজি গঠনের মাধ্যমে তাদেরকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির বিভিন্ন কর্মসূচীতে সহযোগি সংস্থা হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করছে সেরা।

কৃষি ব্যবস্থাকে যান্ত্রিকিকরণ ও জলবায়ু বান্ধব করা, মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি, নারী, কিশোরী ও মেয়ে শিশুর স্বাস্থ্য সেবা সহজতর করা ও সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করনের সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলা এবং গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্যাম্পেইন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

নারী-পুরুষের সমতা ভিত্তিক বৈষম্যমুক্ত অসম্প্রদায়িক চেতনার সমাজ বিণির্মানে রয়েছে মানবাধিকার, সুশাসন, শিক্ষা, শিশু সুরক্ষা ও অধিপরামর্শ বিষয়ক কার্যক্রম। জলবায়ু বান্ধব চাষাবাদ, জৈব সারের ব্যবহার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, অর্গানিক সবজি চাষ এবং পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরণ মূলক কার্যক্রম। পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন সাফল্য তুলে ধরা, নীতিমালা, আইন এবং সিটিজেন চার্টার নিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে অবহিতকরণ এবং মতবিনিময় কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য।

২০২২ সালে বাস্তবায়িত/পরিচালিত কার্যক্রমের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী হচ্ছে এক্সক্লিউডেট পিপলস রাইটস ইন বাংলাদেশ (ইপিআর), ইসিসিডি ও শিশু-সুরক্ষা, আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রাম, দুস্থ্য মানুষের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম বিশেষ করে করোনা বিপর্যয় মোকাবেলায় খাদ্য সহায়তা প্রদান, স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও হাইজিন কিট বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রম। এ কথাও সত্যি যে, উন্নয়ন সহযোগি এবং আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতার অভাবে কর্ম-এলাকায় চাহিদা থাকা সত্বেও ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন, পরিবেশ উন্নয়ন এবং মানবাধিকার, সুশাসন ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদার করণ সম্ভব হয়নি।

সর্বোপরি বলা যায় যে, সেরা বিগত সময়ের ধারাবাহিকতায়- ২০২২ সালেও লক্ষিত জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা, মানবাধিকার ও দক্ষতা উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। পাশাপাশি সরকারের নানাবিধ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে। ফলে কর্ম এলাকায় লক্ষিত জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

চলমান কর্মসূচী/প্রকল্প ভিত্তিক তহবিলের উৎস /On going program:-

ক্রঃ	কর্মসূচী/প্রকল্পের নাম	কর্ম এলাকা	দাতা সংস্থা/তহবিলের উৎস
১	এক্সক্লিউডেট পিপলস রাইটস ইন বাংলাদেশ (ইপিআর)	নেত্রকোণা জেলার দুর্গাপুর উপজেলা	গনসাক্ষরতা অভিযানের মাধ্যমে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ।
২	আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রাম	নেত্রকোণা জেলার নেত্রকোণা সদর, পূর্বধলা, আটপাড়া ও কলমাকান্দা উপজেলা।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো।
৩	উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম(NFPE, ECCD & child Safety)	নেত্রকোণা জেলার আটপাড়া, দূর্গাপুর, মোহনগঞ্জ,খালিয়াজুরী, মদন, বারহাট্টা, নেত্রকোণা সদর ও পূর্বধলা	কমিউনিটি কন্ট্রিবিউশন এবং স্থানীয় অনুদান
৪	বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম (অটিজম ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী তথা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য)	নেত্রকোণা জেলার আটপাড়া ও খালিয়াজুরী উপজেলা	স্থানীয় অনুদান, কমিউনিটি কন্ট্রিভিউশন ও সেরার নিজস্ব তহবিল
৫	সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জৈব কৃষির উন্নয়ন (প্রগতি)”	নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহ জেলা	কমিউনিটি ও নিজস্ব তহবিল
৬	মানবাধিকার, সুশাসন ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম (ইস্যু ভিত্তিক কর্মসূচী এবং জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবস উদ্‌যাপন)	নেত্রকোণা ও ময়মনসিংহ জেলা	বিভিন্ন সরকারী বে-সরকারী সহযোগিতা ও সেরা নিজস্ব তহবিল
৭	করোনা বিপর্যয় মোকাবেলায় সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম।	নেত্রকোণা ও ময়মনসিংহ জেলা।	UNDP, ADAB, CAMPE

বিগত দিনে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প বা কর্মসূচী /Remarkable Completed Programঃ

ক্রঃ নং	কর্মসূচী/প্রকল্পের নাম	কর্ম এলাকা	দাতা সংস্থা/তহবিলের উৎস
০১	সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচী (IFSP)	নেত্রকোণা জেলার আটপাড়া, মদন ও কলমাকান্দা উপজেলা	কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বাংলাদেশ, ডব্লিউএফপি এবং এলজিইডি
০২	Sefety Wing (MR & MRM)	নেত্রকোণা জেলা	Amplify Change through RedOrange media and Communications.
০৩	ভাল্‌নারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (VGD) প্রোগ্রাম	নেত্রকোণা জেলার বারহাট্টা, খালিয়াজুরী, কেন্দুয়া, দূর্গাপুর, আটপাড়া, মদন ও মোহনগঞ্জ উপজেলা এবং সুনামগঞ্জ জেলার	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

ক্রঃ নং	কর্মসূচী/প্রকল্পের নাম	কর্ম এলাকা	দাতা সংস্থা/তহবিলের উৎস
		দিরাই, দক্ষিন সুনামগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা	
০৪	মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট থ্রো ক্যাপাসিটি বিল্ডিং	নেত্রকোণা জেলার আটপাড়া উপজেলা	এমব্যাসি অব আয়ারল্যান্ড
০৫	লিভলিহুড ডেভেলপমেন্ট থ্রো কেপাসিটি বিল্ডিং এন্ড হাইজিন প্রেকটিস	নেত্রকোণা জেলার আটপাড়া, মদন, কলমাকান্দা ও পূর্বধলা উপজেলা	এমব্যাসি অব আয়ারল্যান্ড
০৬	এ্যাডভোকেসী এন্ড হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম (সামাজিক যোগাযোগ কার্যক্রম)	নেত্রকোণা জেলার আটপাড়া ও মদন উপজেলা	বাহরূ, ব্র্যাক
০৭	প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন প্রকল্প	নেত্রকোনা সদর ও আটপাড়া উপজেলা	জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
০৮	ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম	নেত্রকোণা জেলার আটপাড়া, পুর্বধলা ও সদর উপজেলা	কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বাংলাদেশ, ডব্লিউএফপি, এনজিও ফোরাম ও এফএনবি
০৯	দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (RIIP-2)	নেত্রকোণা জেলার আটপাড়া, মদন, বারহাট্রা, মোহনগঞ্জ, কলমাকান্দা, দুর্গাপুর ও কেন্দুয়া উপজেলা	এলজিইডি ও জিটিজেড
১০	এক্সেস অব ভাল্নারেবল উইমেন ইনটু জাস্টিস	নেত্রকোণা জেলার পুর্বধলা উপজেলা	মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রনালয় এবং GIZ
১১	জাতীয় গার্হস্থ্য বায়োগ্যাস ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী (NDBMP)	নেত্রকোণা ও ময়মনসিংহ জেলা	ইডকল (IDCOL)
১২	সেরা গ্রামীণ তথ্য কেন্দ্র	নেত্রকোনা জেলার মদন উপজেলা	বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন
১৩	ভাল্নারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট ফর আল্ট্রাপোর (VGDUP) প্রকল্প	নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ ও খালিয়াজুরী উপজেলা	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন
১৪	নারীর সামাজিক ও আইনগত ক্ষমতা বৃদ্ধি করণ(PLSEW) উদ্যোগ	নেত্রকোণা জেলার পুর্বধলা ও খালিয়াজুরি উপজেলা	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় এবং GIZ
১৫	দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচী	নেত্রকোণা জেলার খালিয়াজুরী, মদন, পূর্বধলা ও দুর্গাপুর উপজেলা, ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা এবং সুনামগঞ্জ জেলার সকল উপজেলা	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
১৬	স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যশিক্ষা ও পানি সরবরাহ (জিওবি-ইউনিসেফ) প্রকল্প	ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা।	ডিপিএইচই ও ইউনিসেফ
১৭	মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হাওরবাসীদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ (FS-SFC)	সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলা	ডর্প এর মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রাণালয় ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন
১৮	ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন (ওয়াটসান) প্রোগ্রাম	নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলা উপজেলা	এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ
১৯	কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল প্রকল্প	সুনামগঞ্জ পৌরসভা, সুনামগঞ্জ।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
২০	চাইল্ড এন্ড উইমেন রাইটস এডভোকেসী	সুনামগঞ্জ পৌরসভা, সুনামগঞ্জ।	ইউসেপ-বাংলাদেশ
২১	স্কীলফুল (SkillFul) প্রকল্প	সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই ও সদর উপজেলা	সুইসকন্ট্রাক্ট
২২	এনভারণমেন্টাল স্যানিটেশন, হাইজিন, এ্যাডুকেশন এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট ফর ক্লাইমেট ভালনারেবল এরিয়া	নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলা ও আটপাড়া উপজেলা	বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্টি বোর্ড ও পিকেএসএফ
২৩	মানব পাচারে শিকার অদক্ষ পুরুষ ব্যক্তিদের পূণর্বাসন কার্যক্রম	নেত্রকোণা জেলা	রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ

ক্রঃ নং	কর্মসূচী/প্রকল্পের নাম	কর্ম এলাকা	দাতা সংস্থা/তহবিলের উৎস
২৪	প্রত্যাশা প্রকল্প (কমিউনটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম)	পূর্বধলা ও দূর্গাপুর উপজেলা	গনসাক্ষরতা অভিযান
২৫	Reaching All Children in Education (RACE) বা 'অভিযাত্রা'	নেত্রকোণা জেলার দূর্গাপুর উপজেলা	গনসাক্ষরতা অভিযান ও পিকেএসএফ
২৬	মৌলিক স্বাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)	নেত্রকোণা জেলার বারহাট্টা উপজেলা	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়াধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো।
২৭	প্রমোশন অব হিউম্যান রাইট্স ফর সোস্যাললি এক্সক্লিউডেট পিপল্স	ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলা	হিউম্যান রাইট্স প্রোগ্রাম ইউএনডিপি বাংলাদেশ
২৮	দুস্থ্য মানুষের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম (Food Program for Local People-2)	ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলা এবং নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলা ও আটপাড়া উপজেলা ।	International Development and Relief Foundation and AusRelief
২৯	Emergency Support to Strengthen Food and Nutrition Security of Communities in Haor areas through Innovative Food Systems Approaches for Reducing Propagation of COVID-19 Project.	Modon, Mohongonj & Khaliazuri Upazilla of Netrakona District.	FAO- Food and Agriculture Orgnization of the United Nations.

বাংলাদেশে বঞ্চিতজনের অধিকার/Excluded Peoples Rights in Bangladesh (EPR)

কার্যক্রম এলাকা: নেত্রকোণা জেলার দূর্গাপুর উপজেলার বিরিশিরি ও দুর্গাপুর ইউনিয়ন।

উপকারভোগী ঃ দুর্গাপুর ও বিরিশিরি ইউনিয়নের ২৩ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৩টি এবদেয়ারী মাদ্রাসার মোট ৪১৮৩ জন শিক্ষার্থী এবং উক্ত ইউনিয়ন গুলোর ৯টি কমিউনিটি ক্লিনিকের বঞ্চিত সেবা গ্রহনকারী ৭৫৫০ জন অবহেলিত মানুষ।

প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি ঃ কর্ম এলাকায় ইউনিয়ন ভিত্তিক জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধির সমন্বয়ে কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপ গঠন করা হয়। ওয়াচ গ্রুপ সরকারি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠানে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধিকল্পে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের স্বচ্চতা ও জবাবদিহিতা জোরদারকরণের মাধ্যমে নিঃগৃহিত ও বঞ্চিতজনের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা শ্রমের মাধ্যমে "ওয়াচ ডগ" এর ন্যায় কাজ করে থাকে। প্রকল্পের যাবতীয় কর্মকান্ডের সফল বাস্তবায়নে সহায়ক/ সহায়তাকারী হিসেবে কাজ করে সেরা। গণসাক্ষরতা অভিযান প্রয়োজনীয় লজিস্টিক ও ট্যাকনিক্যাল সাপোর্ট প্রদান করে থাকে।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ সরকারী স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধিকল্পে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদারকরনের মাধ্যমে বঞ্চিত মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা ও অধিকার নিশ্চিতকরণই হচ্ছে এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

১লা জানুয়ারী-২০২১ থেকে ৩০ জুন-২০২২ পর্যন্ত সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহঃ

- করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সচেতনতা বৃদ্ধি মূলক কার্যক্রম । যেমন : মাস্ক বিতরন, স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা সম্পর্কে প্রচারণা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটি লিডারদের সাথে শেয়ারিং ও অরিয়েন্টেশন মিটিং ।

- দুর্গাপুর ও বিরিশিরি ইউনিয়নের কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের দ্বি-মাসিক মিটিং (কর্যিক্রম বাস্তবায়নে ওয়াচ গ্রুপের কর্মপরিকল্পনা) ১০টি

- **জেন্ডার বিষয়ক ধারণা প্রদায়ী ২ দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ :** দুর্গাপুর ও বিরিশিরি ইউনিয়নের সকল ইউপি মহিলা সদস্য, কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপ সদস্য, কমিউনিটি ক্লিনিক (সিসি) কর্মকর্তা, এস এম সি সদস্য, সি জি কমিটির সদস্য সর্বমোট ৩৮ জন সদস্যকে জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- **শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা মুলক উঠান বৈঠক ঃ** দুর্গাপুর ইউনিয়নে ৮টি ও বিরিশিরি ইউনিয়নে ৬টি মোট ১৪ টি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা মুলক উঠান বৈঠক করা হয়েছে।

- **করোনাকালীন (জানু -২২) সময়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক উঠান বৈঠক স্বাস্থ্যবিধি মেনে দুর্গাপুর ও বিরিশিরি ইউনিয়নে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করনীয় এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক ৩ টি উঠান বৈঠক করা হয়।**

- **মা ও অভিভাবাবক সমাবেশ ঃ** ওয়াচ গ্রুপ, এসএমসি সদস্য, শিক্ষক, অভিভাবক, ইউপি সদস্য ,উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান, শিক্ষানুরাগী ব্যাক্তিবর্গ ও সেরা এবং গণসাক্ষরতা অভিযানের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে দুর্গাপুর ইউনিয়নে ২৫টি, বিরিশিরি ইউনিয়নে ১৭টি, মোট ৪২ টি মা ও অভিভাবক সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

- **কমিউনিটিক্লোর কার্ড বিষয়ক ইমপুট ট্যাকিং এফ জি ডি ও ইন্টারফেস মিটিং ঃ** কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের সহায়তায় ৮ টি বিদ্যালয়ে ও ৬ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে কমিউনিটিক্লোর কার্ড বিষয়ক ইমপুট ট্যাকিং এফ জি ডি ও ইন্টারফেস মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।

- **আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন ঃ** উপজেলা পরিষদ সম্মুখে র‍্যালির মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। উপস্থিত ৫০/৬০ জন শিক্ষক,অভিবাবক, উপজেলা প্রশাসন, ইউপি চেয়ারম্যান,সদস্য ও গণ্যমান্য ব্যাক্তিগণের সমন্বয়ে এক বিশাল র‍্যালি শেষে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

- **কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক গণশুনাণী কার্যক্রম ॥**

- **বঞ্চিতজনের অধিকার প্রকল্পের আওতায় করোনাকালীন প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভা :** ০৯ জুন, ২০২২ খ্রিঃ তারিখে জেলা প্রশাসন সম্মেলন কক্ষ নেত্রকোণায় শিক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে বাংলাদেশে বঞ্চিতজনের অধিকার প্রকল্পের আওতায় করোনাকালীন প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভা বিষয়ক মিটিংয়ের আয়োজন করা হয় । উক্ত মিটিং এ সভাপতিত্ব করেন নির্বাহী পরিচালক (সেরা), প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব কাজি মোঃ আবদুর রহমান, জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা। বিশেষ অতিথি জনাব মোঃ রুহুল আমিন, সহকারী পরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, নেত্রকোণা, বাবু প্রশান্ত কুমার রায়, চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, নেত্রকোণা ও জনাব মোঃ ওবায়দুল্লাহ, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, নেত্রকোণা।

- **সিটিজেন চার্টার বোর্ড ও করোনা সচেতনতা বোর্ড স্থাপন:** দুর্গাপুর ও বিরিশিরি ইউনিয়ন ভুক্ত প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে সিটিজেন চার্টার বোর্ড ও প্রতিটা বিদ্যালয়ে করোনা সচেতনতা বোর্ড স্থাপন করা হয় ।

স্যোশাল অডিট কার্যক্রম: স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করনের লক্ষে ৫টি স্কুলের সমন্বয়ে স্যোশাল অডিট মিটিং করা হয় । উপস্থিত ছিলেন : শিক্ষা কর্মকর্তা ,শিক্ষক ,প্লিপ কমিটির সদস্য ,ও অভিভাবক

কমিউনিটি স্কোর কার্ড সূচক (স্কুল) ঃ

- হোম ভিজিট
- শিক্ষার্থীদের নিয়মানুবর্তীতা (উপকরনসহ বই,খাতা,কলম)
- শিক্ষকদের সময়ানুবর্তীতা
- শিক্ষার্থীদের স্কুল ড্রেস
- শিক্ষার্থীদের টিফিন আনা
- দৈনিক সমাবেশ
- আনন্দদায়ক শিখন
- বিদ্যালয়ের পরিবেশ
- মা/অভিভাবক সমাবেশ
- সহপাঠ কার্যক্রম (সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ,দেয়ালিকা, চিত্রাংকন, খেলাধুলা,সততা স্টোর ,মহানুভবতার কর্ণার ইত্যাদি)

- **কমিউনিটি স্কোর কার্ড সূচক (ক্লিনিক) ঃ**
  - কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ মিটিং
  - কর্মকর্তা কর্মচারীদের সময়ানুবর্তিতা
  - উঠান বৈঠক
  - কিশোর কিশোরীদের স্বাস্থ্য শিক্ষা
  - মা/অভিভাবক সমাবেশ
  - ভৌত অবকাঠোমো
  - ক্লিনিকের পরিবেশ
  - ঔষধের পর্যাপ্ততা ও নিরাপত্তা ।

ফলাফলসমূহ :

- ❖ বঞ্চিত জনগোষ্ঠী তাদের অধিকার, সরকারী নাগরিক সেবা বিশেষ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে সচেতন হয়েছে।
- ❖ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ও উপস্থিতি বেড়েছে।

- ❖ লক্ষিত জনগোষ্টি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতন হয়েছে, ফলে করোনা ভাইরাস জনিত ঝুঁকি কমেছে।
- ❖ কমিউনিটি ক্লিনিক ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বঞ্চিত মানুষের প্রবেশ গম্যতা বেড়েছে।
- ❖ সরকারী প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়য়ে ও কমিউনিটি ক্লিনিকে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা জোরদার হয়েছে।
- ❖ ক্রমান্বয়ে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম নিরসন হচ্ছে।

সুপারিশসমুহ :

⟹ দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহন।

⟹ কর্ম এলাকা সম্প্রসারণ ও বাজেট সময়োপযোগীকরণ এবং

⟹ তৃণমূল পর্যায়ে ক্যাম্পেইন কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম জোরদারকরণ।

আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রাম/

Out of School Children Education Program

ভূমিকা ঃ বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, ঝরে পড়া কমেছে, সমাপনী পরীক্ষায় পাসের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপরেও দারিদ্রতা, অসচেতনতা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি কারণে দেশে এখনও কিছু সংখ্যক শিশু ভর্তির আওতায় আসতে পারেনি। যা শতাংশের হারে ২ শতাংশ। অধিক জনসংখ্যার দেশ হওয়ায় অভর্তিকৃত ২ শতাংশ ও ঝরে পড়া ১৮.০৬ শতাংশ মিলে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা প্রায় ২৫.২৬ লক্ষ। এই ২৫.২৬ লক্ষের মধ্য থেকে ৮-১৪ বছর বয়সী ১০ লক্ষ শিশুকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার মূলধারায় যুক্ত করার জন্য BNFE চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য BNFE ৬৪ জেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্তে, বাস্তবায়ন সহায়ক সংস্থা (ISA) নিয়োজিত করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় নেত্রকোণা জেলার ৪ টি উপজেলায় (নেত্রকোণা সদর, পূর্বধলা, আটপাড়া এবং কলমাকান্দা) এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য Socio-Economic & Rural Advancement Association (SERAA) বাস্তবায়ন সহায়ক সংস্থা (ISA) হিসেবে নির্বাচিত হয়ে কাজ করেছে।

২০২২ সালে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড সমূহঃ

- ➢ ৮-১৪ বছর বয়সের অভর্তিকৃত এবং ঝড়েপড়া শিক্ষার্থী জরিপের কাজ সম্পন্ন করণ।
- ➢ শিখন কেন্দ্রের শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করণ (২৮০ জন)।
- ➢ প্রোগ্রাম সুপারভাইজর নিয়োগ (২০ জন)।
- ➢ জরিপকৃত শিক্ষার্থীদের ডাটা-নির্ধারিত সফটওয়ারে এন্ট্রি করণ।
- ➢ ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকল্প বিষয়ক অবহিতকরণ সভা ২৪ টি।
- ➢ শিখন কেন্দ্র ঘর নির্ধারণ- ২৮০ টি।
- ➢ শিক্ষার্থী ভর্তি করণ (৮১৪৯ জন)।
- ➢ শিখন কেন্দ্রকে পাঠদানের উপযোগী করে তোলার লক্ষে সজ্জিতকরণ।
- ➢ আনুষ্ঠানিক ভাবে শিখন কেন্দ্র উদ্বোধন।
- ➢ কেন্দ্র ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রয়োজন সংখ্যক পাঠ্য বই বিতরণ।
- ➢ সকল কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ক্রয় এবং কেন্দ্রে সরবরাহ করণ।
- ➢ শিক্ষক ও সুপারভাইজারদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ➢ শিক্ষক ও সুপারভাইজার সমন্বয় সভা।
- ➢ সিএমসি সভা।
- ➢ শিক্ষার্থীর অভিবাক সভা।
- ➢ দিবস উদযাপন।

শিখন কেন্দ্র চালুঃ নেত্রকোণা সদর, পূর্বধলা, আটপাড়া, ও কলমাকান্দা উপজেলায় মোট ২৮০ টি শিখন কেন্দ্র ১৫ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিঃ তারিখ থেকে চালু হয়ে অদ্যাবদি চলমান রয়েছে।

উপানুষ্ঠানিক প্রাক-প্রাথমিক/ইসিসিডি ও প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী/
NFPE & Pre Primary Education Prgoram

কর্ম এলাকা ঃ নেত্রকোণা জেলার আটপাড়া, মদন, বারহাট্টা ও নেত্রকোণা সদর উপজেলা।

লক্ষ্য ঃ ৮-১১ বছর বয়সী যে সকল ছেলে মেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায়নি বা ঝরে পড়েছে সেই সকল শিক্ষাবঞ্চিত ছেলে মেয়েদের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করা এবং ৪-৬ বছর বয়সী শিশুদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির উপযোগী করে গড়ে তোলা, শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, মানবিক, নান্দনিক, আধ্যাত্মিক, আবেগিক, দেশাত্মবোধ ও উন্নাত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বৃদ্ধ করে গড়ে তোলাই হচ্ছে এই কর্মসূচীর লক্ষ্য।

উদ্দেশ্য ঃ

- আল্লাহ তায়ালা/ সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস ও শিশুর মধ্যে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা এবং সকল ধর্ম ও ধর্মালম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
- শেখার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুর কল্পনা-শক্তি ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে গড়ে তোলা।
- বিজ্ঞানের নীতি পদ্ধতি ও প্রযুক্তির জ্ঞান অর্জন, সমস্যা সমাধানে তার ব্যবহার এবং বিজ্ঞান মনষ্ক ও অনুসন্ধিসনু করে গড়ে তুলাই সহায়তা করা।

- ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশ এবং নিজেকে প্রকাশ করতে সহায়তা করা।
- গাণিতিক ধারণা যৌক্তিক চিন্তা ও সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।
- সামাজিক ও সুনাগরিক হওয়ার গুণাবলি এবং বিশ্বজনীন দৃষ্টি ভঙ্গি অর্জনে উদ্বুদ্ধ করা।
- ভালো-মন্দের পার্থক্য অনুধাবনের মাধ্যমে সঠিক পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করা।
- অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া, পরমতসহিষ্ণুতা, ত্যাগের মনোভাব সৃষ্টি করা।
- প্রতুকূলতা মোকাবেলার মাধ্যমে শিশুর আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা।
- নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি ও আত্মমর্যাদা বিকাশে সহায়তা করা।
- প্রকৃতি, পরিবেশ ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জানতে ও ভালোবাসতে সহায়তা করা এবং পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করা।
- জাতীয় ইতিহাস ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা।

<u>উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা (শিশু শ্রেণী)</u>

শিক্ষার্থী ঃ

ছেলে	মেয়ে	মোট	গড় উপস্থিতি
৪১০	৪৯৬	৯০৬	৯২%

- ✓ স্কুল সংখ্যা ঃ ৩৭ টি
- ✓ অভিভাবক সভা হয়েছে ৩৫০ টি
- ✓ অভিভাবক সভায় উপস্থিতির হার ৮০%
- ✓ কর্মসূচী সংগঠক ০৫জন
- ✓ শিক্ষিকার সংখ্যা ৩৭ জন
- ✓ হোম ভিজিট- ৯০৬ টি
- ✓ রিফ্রেসার্স হয়েছে ১১ টি

<u>উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা (১ম শ্রেণী)</u>

ছেলে	মেয়ে	মোট	গড় উপস্থিতি
৩২০	৪৯০	৮১০	৯১%

- ✓ স্কুল সংখ্যা ৪০টি
- ✓ অভিভাবক সভা হয়েছে ৪৪০ টি
- ✓ সভায় অভিভাবকদের উপস্থিতি ৮৩%
- ✓ শিক্ষিকার সংখ্যা ৪০ জন
- ✓ হোম ভিজিট- ৮১০ টি।
- ✓ কর্মসূচী সংগঠক ৩ জন

<u>উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা (২য় শ্রেণী)</u>

ছেলে	মেয়ে	মোট	গড় উপস্থিতি
২১০	২৬৫	৪৭৫	৮৫%

- ✓ স্কুল সংখ্যা ১৬ টি
- ✓ অভিভাবক সভা হয়েছে ১৬০ টি
- ✓ সভায় অভিভাবকদের উপস্থিতি ৯৫%
- ✓ শিক্ষিকার সংখ্যা ১৬জন
- ✓ রিফ্রেসার্স হয়েছে ১১টি
- ✓ হোমভিজিট- ৪৭৫ টি
- ✓ কর্মসূচী সংগঠক ১ জন

উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় (৩য় শ্রেণী)

ছেলে	মেয়ে	মোট	গড় উপস্থিতি
১৯৮	২২২	৪২০	৯৮%

- ✓ মোট স্কুল ১৬ টি
- ✓ অভিভাবক সভা হয়েছে ৮০ টি
- ✓ সভায় অভিভাকদের গড় উপস্থিতি ৯১ %
- ✓ শিক্ষিকার সংখ্যা ১৬ জন
- ✓ রিফ্রেসার্স হয়েছে ১১টি
- ✓ হোম ভিজিট- ৪২০
- ✓ কর্মসূচী সংগঠক ১ জন

উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় (৪র্থ শ্রেণী)

ছেলে	মেয়ে	মোট	গড় উপস্থিতি
১৯০	১৬২	৩৫২	৯৫%

- ✓ মোট স্কুল ১৬ টি
- ✓ অভিভাবক সভা হয়েছে ১৭৬ টি
- ✓ সভায় অভিভাকদের গড় উপস্থিতি ৯৫ %
- ✓ শিক্ষিকার সংখ্যা ১৬ জন
- ✓ রিফ্রেসার্স হয়েছে ১১ টি
- ✓ হোম ভিজিট ৩৫২
- ✓ কর্মসূচী সংগঠক ১ জন

উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় (৫ম শ্রেণী)

ছেলে	মেয়ে	মোট	গড় উপস্থিতি
১৬৫	১৬০	৩২৫	৯০%

- ✓ মোট স্কুল ১৬টি
- ✓ অভিভাবক সভা হয়েছে ১৭৬ টি
- ✓ সভায় অভিভাকদের গড় উপস্থিতি ৮৫ %
- ✓ শিক্ষিকার সংখ্যা ১৬জন
- ✓ রিফ্রেসার্স হয়েছে ১১ টি
- ✓ কর্মসূচী সংগঠক ১ জন

সবল দিক	দুর্বল দিক
❖ **শিক্ষাবঞ্চিত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভূক্তি।** ❖ **বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের দোরগোড়ান।** ❖ **অভিভাবকদের ইতিবাচক মনোভাব ও সহযোগীতা।** ❖ **দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক** ❖ **বিনামূল্যে সুপারভিশন ও মনিটরিং** ❖ **শক্তিশালী সুপারভিশন ও মনিটরিং কার্যক্রম।** ❖ **কমিউনিটির কন্ট্রিবিউশন।** ❖ **সরকারী ও বেসরকারী অনুদান।** ❖ **উপযোগী পরিবেশ।** ❖ **খেলা ভিত্তিক শিক্ষা ।**	⇒ **শিক্ষিকার সম্মানীভাতা কম।** ⇒ **চিত্তবিনোদনের সরঞ্জামের অভাব।** ⇒ **শিক্ষা কেন্দ্রর ভাড়া অপর্যাপ্ত।** ⇒ **বিদ্যায়ের জন্য উপযুক্ত ঘরের** ⇒ **আর্থিক সমস্য।** ⇒ **শিক্ষা উপকরণের অভাব।** ⇒ **পদ্ধতিগত ত্রুটি।** ⇒ **অভিভাবকদের উদাসীনতা।**

সেরা চ্যালেঞ্জার একাডেমী/ SERAA Challanger Academy

জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০ অনুযায়ী কর্ম এলাকার নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেরা চ্যালেঞ্জার একাডেমী (প্লে গ্রুপ থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত) সুখারী, আটপাড়া, নেত্রকোণায় বিদ্যালয়টি নিজস্ব ও কমিউনিটির অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। এতে ১০৭ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। উক্ত বিদ্যালয়টি পর্যায়ক্রমে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

লক্ষ্য : প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করণ।

উদ্দেশ্য :

- শিশুদের মানসিক বিকাশ সহায়ক পরিবেশ তৈরী করা।
- দারিদ্র প্রবণ গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয় গমোনপযোগি সকল ছেলে-মেয়েকে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা।
- শিশুদের মানসিক বিকাশ সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলা।
- কমিউনিটির জনগনকে বিশেষ করে মায়েদেরকে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা।

বিদ্যালয়ের ধরণ ঃ সেরা চ্যালেঞ্জার একাডেমী হচ্ছে মুলত আধুনিক ও যুযোপযোগী পদ্ধতিতে পরিচালিত একটি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (প্লে গ্রুপ থেকে ৫ম শ্রেণী)।

বিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত শ্রেণী ভিত্তিক শিক্ষার্থীর তথ্য:

ক্রম নং	শ্রেণী	বালক	বালিকা	মোট
১	প্লে	১১ জন	১৩ জন	২৩ জন
২	নার্সারী	১২ জন	০৮ জন	২০ জন
৩	প্রথম	০৭ জন	০৫ জন	১২ জন
৪	দ্বিতীয়	০৩ জন	০৮ জন	১১ জন
৫	তৃতীয়	০৬ জন	০৬ জন	১২ জন
৬	চতুর্থ	০৮ জন	১২ জন	২০ জন
৭	পঞ্চম	০৭ জন	০২ জন	০৯ জন
৮	মোট	৫৩ জন	৫৪ জন	১০৭ জন

বিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি ঃ

সাল	বালক	বালিকা	গড়
২০২২	৯৬%	৯৪ %	৯৫%

২০২২ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল ঃ

মোট পরীক্ষার্থী	বালক	বালিকা	সর্বোচ্চ গ্রেড পয়েন্ট	পাশের হার
০৯	০৭	০২	৪.০০	১০০%

বিদ্যালয়ের পাঠদানে সময়সূচী ঃ

প্রথম শিফট	সকাল ৯.০০ থেকে ১১.৩০ পর্যন্ত
দ্বিতীয় শিফট	সকাল ১১.৩০ থেকে ০২.০০ পর্যন্ত

বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক ঃ

মোট শিক্ষক	পুরুষ শিক্ষক	মহিলা শিক্ষক
০৭ জন	০৫ জন	০২ জন

বিদ্যালয়ে অভিভাবক সভা সংক্রান্ত তথ্য ঃ **লক্ষ্যমাত্রা :** মাসে ১টি বছরে ১২টি, **অর্জন:** ১০০%।

বিদ্যালয় কর্তৃক মা সমাবেশ আয়োজন সংক্রান্ত তথ্য ঃ **লক্ষ্যমাত্রা :** প্রতি ৩ মাসে ১টি বছরে ৪টি, **অর্জন:** ১০০%।

বিদ্যালয়ে দিবস উদযাপন ঃ শিক্ষার্থীদের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে জানানোর উদ্দেশ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিভিন্ন জাতিয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন করা হয়ে থাকে। কর্মসূচীগুলোর মধ্যে র‍্যালী, প্রভাত ফেরী, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, শহীদ মিনার ও স্মৃতি সৌধে পুস্প স্তবক অর্পন, আলোচনা সভা ও রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

২০২২ সালে উদযাপিত দিবস সমূহ ঃ

- ১লা বৈশাখ, বাংলা শুভ নববর্ষ
- ২১ শে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
- ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস
- ১৭ই মার্চ জাতীয় শিশু দিবস
- ২৬ শে মার্চ জাতিয় ও মহান স্বাধীনতা দিবস
- ১৬ ডিসেম্বর জাতীয় ও মহান বিজয় দিবস

বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম (অটিজম ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী তথা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য)/
Special Education Program

বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা			শিক্ষার্থীর গড় উপস্থিতি	নিয়োজিত শিক্ষক ও কর্মচারীর সংখ্যা (জনবল)		
	ছেলে	মেয়ে	মোট		নারী	পুরুষ	মোট
সেরা স্পেশাল চাইল্ড স্কুল, সুখারী, আটপাড়া, নেত্রকোণা	৭৩	৬২	১৩৫	৮২%	১০	০৬	১৬
সেরা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিষ্টিক বিদ্যালয়, মেন্দীপুর খালিয়াজুরী, নেত্রকোণা	৫২	৪২	৯৪	৭৯%	০৯	০৭	১৬

উক্ত বিদ্যালয় দু'টোতে ২২৯ জন অটিজম ও এনডিডি সমস্যা গ্রস্থ শিক্ষার্থী অক্ষরজ্ঞান, সংখ্যাগণনা , কালার ম্যাচিং , মিউজিক, খেলাধুলা, সাধারনজ্ঞান, যোগাযোগ, সামাজিকতা, আচরণগত পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে।পাশাপাশি বিদ্যালয় এলাকায় কমিউনিটিতে বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের মা বাবারা প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধে সচেতন হচ্ছে এবং প্রতিবন্ধী অটিজম ও এনডিডি সমস্যা গ্রস্থ ছেলে-মেয়েদের যত্ন নিচ্ছে।

"সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জৈব কৃষির উন্নয়ন (প্রগতি)"
"Promoting Organic Agriculture through IPNS Farming (Progati)"

যৌক্তিকতা:
বাংলাদেশ উর্বর ভূমির জনবহুল কৃষি প্রধান নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ। ভৌগলিক অবস্থানের দিক থেকে বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকিপূর্ন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বর্জ্য এবং ময়লা আবর্জনার যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা না থাকায় পরিবেশ হয়ে উঠছে অস্বাস্থকর। কৃষক অধিক ফলনের আশায় জমিতে প্রয়োগ করছে মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক। ফলে মাটি হারাচ্ছে তার উর্বরতা শক্তি, ক্ষয় হচ্ছে তার জৈব পদার্থ। উৎপাদিত হচ্ছে পুষ্টিহীন অস্বাস্থ্যকর খাদ্য শষ্য, শাক-সবজি ও ফলমূল। মা মাটির উর্বরতা রক্ষা, স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য উৎপাদন, বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ বান্ধব চাষাবাদ কার্যক্রম জোরদার করা এখন সময়ের দাবি। উল্লেখ্য যে, সোসিও-ইকোনমিক এন্ড রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট এসোসিয়েশন (সেরা) একটি বেসরকারী অরাজনৈতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (NGDO)। সেরা ১৯৯৭ সাল থেকে লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক ও স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন সাধনে নানাবিধ কাজ করছে। তারই ধারাবাহিকতায় সময়ের তাগিদে সেরা গ্রহণ করেছে **"সমন্বিত পুষ্ঠি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জৈব কৃষির উন্নয়ন (প্রগতি)"** নামক প্রকল্পটি।

প্রকল্পের লক্ষ্য: জমির জৈব পদার্থের ঘাটতি পূরণ ও উর্বরতা বৃদ্ধিকল্পে পরিবেশ বান্ধব কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলে লক্ষিত জনগোষ্টির সুস্থ জীবন যাপন নিশ্চিত করন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ❖ জমিতে জৈব সার ব্যবহারের মাধ্যমে জৈব পদার্থের ঘাটতি পূরণ ও মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করা।
- ❖ জৈব কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষাকল্পে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিষমুক্ত ফসল উৎপাদন।
- ❖ বর্জের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও জৈব সার তৈরী করা।
- ❖ রাসায়নিক সারের ক্ষতির মাত্রা কমিয়ে, পরিবেশ বান্ধব শস্য উৎপাদন ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণে সহায়ক পরিবেশ তৈরী করা (ভূমিকা পালন করা।)
- ❖ লক্ষিত জনগোষ্টির জৈব কৃষি সম্পর্কিত কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- ❖ কৃষি সম্পর্কিত তথ্য-সেবা সহজলভ্য করা এবং উৎপাদন খরচ কমানো।
- ❖ সরকার অনুমোদিত উন্নতমানের জৈব সারের সহজলভ্য সাপ্লাই চেইন নিশ্চিত করন।
- ❖ মাঠ পর্যায়ে কৃষি সার্ভিস কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষকের কৃষি সম্পর্কিত সমস্যার দ্রুত সমাধান করা।
- ❖ কৃষি উন্নয়ন ও কৃষকদের অধিকার রক্ষায় অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

উপকার ভোগী:

১. ***প্রত্যক্ষ উপকারভোগী:***-কর্ম এলাকার সব ধরনের মাঠ ফসল এবং সবজি চাষি, বিশেষ করে প্রান্তিক ও বর্গাচাষী।
২. ***পরোক্ষ উপকারভোগী:***-কর্ম এলাকার সকল জনগন।

কর্ম এলাকা: আপাদত নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহ জেলা।

প্রকল্পের মেয়াদকাল: আপাদত ৫ বছর (১লা জানুয়ারী ২০১৭ - ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)।

২০২২ সালের মূল কর্মকান্ড:

- ❖ কৃষক দল গঠন।
- ❖ কৃষি তথ্যও সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা।
- ❖ সচেতনতা বৃদ্ধি (সভা, সমাবেশ, মেলা, প্রচার ও প্রকাশনা এবং ক্যাম্পেইন কার্যক্রম)।
- ❖ দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (ওরিয়েন্টেশন, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন ইত্যাদি)।
- ❖ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও জৈব সার তৈরী (প্রদর্শনী)।
- ❖ মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা (সয়েল টেস্ট)।
- ❖ মানসম্মত বাম্পার জৈব সার সরবরাহ।
- ❖ কৃষি উপকরণ ও দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ।
- ❖ সরকারী কৃষি বিভাগের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ও সমন্বয়।
- ❖ সরকারী-বেসরকারী, দেশী-বিদেশী, স্থানীয়, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সমমনা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে কাজ করা।

সম্পাদিত কর্মকান্ড ঃ

১. কৃষক দল গঠন ২০টি
২. ওরিয়েন্টেশন মিটিং ৩ টি
৩. এসিআই বাম্পার জৈব সার বিক্রি ২০ মে:টন

ফলাফল ঃ

১. ৬০০ জন কৃষক সংগঠিত হয়েছে
২. ১০০০ জন কৃষক জমির জৈব পদার্থ এবং জমিতে জৈব সার ব্যবহার বিষয়ে সচেতন হয়েছে
৩. জৈব পদ্ধতিতে পরিবেশ বান্ধব চাষাবাদে কৃষকের আগ্রহ সৃষ্ঠি হয়েছে
৪. ২০ মে:টন জৈব সার কৃষি জমিতে ব্যবহৃত হয়েছে এবং রাসয়নিক সারের ব্যবহার কমেছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম/Training Program

সেরা মনে করে যে, মানবসম্পদ উন্নয়ন তথা উন্নয়নের প্রধানতম একটি উপাদান হচ্ছে প্রশিক্ষণ। তাই বিভিন্ন কর্মসূচীর আওতায় সেরা প্রতিনিয়তই বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী সংস্থার সহযোগিতায় এবং নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক বিভিন্ন মেয়াদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। একদিকে যেমন সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে তেমনি অপরদিকে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারসহ প্রকল্পের আওতাভূক্ত সুফলভোগীদের সংশ্লিষ্ট কর্মসূচী ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২ সালে ইউএনডিপি-বাংলাদেশ, গণসাক্ষরতা অভিযান, উইক্যান, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এম.জে.এফ), খ্রিস্টিয়ান এইড বাংলাদেশ, এএলআরডিএ, নাহাব , রেডওরেঞ্জ মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন, এফএও, বিএনএফই, এডাব এবং ব্র্যাক থেকে সেরার বিভিন্ন স্তরের কর্মী নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

ইউএনডিপি বাংলাদেশের সহযোগিতায় ২০ জন দরিদ্র নারীকে "টেইলরিং ও ড্রেস মেকিং" বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেককে বিনামূল্যে একটি করে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়। সেরা'র নিজস্ব উদ্দ্যেগে ১০ জনকে কম্পিউটার এপ্লিকেশন বিষয়ে ৩মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণ এবং ১০ জন নারী ও কিশোরীকে ১ মাস ব্যাপী দর্জি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

মানবাধিকার, সুশাসন ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম/
Human Rights, Good Governance & Advocacy Program

সেরা জন্মলগ্ন থেকেই লক্ষিত জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরন ও মানবিক অধিকারবলী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নানাবিধ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে থাকে। সরকারের বিভিন্ন নীতিমালা, আইন, বিধি, সিটিজেন চার্টার ইত্যাদি নিয়ে জনসচেতনতা ও অবহিত করণ কার্যক্রম, সংশ্লিষ্ঠ অংশীজন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন এবং ইস্যু ভিত্তিক ক্যাম্পেইন কার্যক্রম ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দিবস উদ্‌যাপন : সেরা বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহের তাৎপর্য বিশ্লেষণের জন্য যথাযথ মর্যাদা সহকারে প্রতি বছর বেশ কিছু দিবস উদ্‌যাপন করে থাকে। প্রতি বছরের ন্যায় ২০২২সালে সেরা নিম্নে উল্লেখিত দিবসসমূহ উদ্‌যাপন করেছে।

- ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস,
- ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবস
- ১৭ই মার্চ জাতীয় শিশু দিবস ও মুজিব বর্ষ উৎযাপন।
- ২২শে মার্চ বিশ্ব পানি দিবস
- ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস
- ১মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস
- ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস
- ২৫ জুলাই ওয়ার্ল্ড ড্রাউনিং প্রিভেনশন ডে
- ০২ এপ্রিল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস
- ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস
- ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস
- ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস
- ১৫ অক্টোবর বিশ্ব গ্রামীণ নারী দিবস ও বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস
- ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস
- ৩ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস
- ৯ ডিসেম্বর রোকেয়া দিবস
- ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস
- ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস

উক্ত দিবসগুলো উদযাপন কর্মসূচীর মধ্যে প্রভাত ফেরী, শহীদ মিনার ও স্মৃতি সৌধে পুষ্প স্তবক অর্পন, র‍্যালী, মানব বন্ধব, অবস্থান কর্মসূচী, শিক্ষামূলক বিভিন্ন প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাংগঠনিক তথ্য/অর্গানোইজিং স্ট্রাকচার ঃ–

		পুরুষ	মহিলা	মোট
সাধারণ পরিষদ	ঃ	২২ জন	১৩ জন	৩৫ জন
কার্য নির্বাহী পরিষদ	ঃ	০৪ জন	০৫ জন	০৯ জন
নিয়োজিত জনবল	ঃ	৫০ জন	২৯০ জন	৩৪০ জন

উপদেষ্টা পরিষদ, কার্যনির্বাহী পরিষদ এবং লিগ্যাল এডভাইজরদের পরিচিতি

সোসিও-ইকোনমিক এন্ড রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট এসোসিয়েশন (সেরা)
Socio-Economic and Rural Advancement Association (SERAA)

এক নজরে উপদেষ্টা পরিষদ ঃ

প্রধান উপদেষ্টা

মোঃ নুরুন নবী তালুকদার
অবসরপ্রাপ্ত সচিব ও
সাবেক মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

উপদেষ্টা সচিব

ইসমত আরা হ্যাপী
সাবেক ভিপি, ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা।

উপদেষ্টা সদস্য

মুহাম্মদ ছায়েদুর রহমান
অবঃ প্রধান শিক্ষক, নেত্রকোণা উচ্চ বিদ্যালয়, নেত্রকোণা।

উপদেষ্টা সদস্য

সিতাংশু বিকাশ আচার্য্য
সভাপতি
জেলা আইনজীবী সমিতি, নেত্রকোণা।

উপদেষ্টা সদস্য

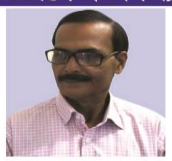

শ্যামলেন্দু পাল
প্রবীণ সাংবাদিক, দৈনিক ইত্তেফাক ও
সাবেক সম্পাদক, জেলা প্রেসক্লাব, নেত্রকোণা

এক নজরে কার্যনির্বাহী পরিষদঃ

চেয়ারম্যান

মোঃ গোলাম মোস্তফা
অধ্যাপনা
গ্রাম: লক্ষিগঞ্জ, পোঃ মদনপুর, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা।

নির্বাহী পরিচালক

এস. এম. মজিবুর রহমান
সমাজ কর্মী
সেরা কুঞ্জ, ২৩৫/৪১ পার্কিং রোড, দক্ষিন কাটলী, নেত্রকোণা।

ভাইস চেয়ারম্যান

পুরবী রানী সম্মানিত
অধ্যাপক
তেলীগাতি ডিগ্রী কলেজ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

অর্থ সচিব

হোসনে আরা বেগম
সমাজ কর্মী
পশ্চিম সাতপাই, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা

যুগ্ম সচিব

কামরুন্নাহার লিপি
নারী উদ্যোক্তা
অনন্তপুর, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা

সাংগঠনিক সচিব

রাখী দ্রং
সমাজ কর্মী
গ্রাম-উখরাইল, পোঃ-বিরিশিরি, দূর্গাপুর, নেত্রকোণা।

সম্মানীত সদস্য

নাইম সুলতানা (লিবন)
নারী উদ্যোক্তা
আধুনিক সদর হাসপাতাল রোড, দক্ষিণ নাগড়া, নেত্রকোণা

সম্মানীত সদস্য

মোঃ সুলতান উদ্দিন
ব্যবসায়ী
গ্রাম-নীলকণ্ঠপুর, পোঃ- সুখারী, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

সম্মানীত সদস্য

মোঃ মাইন উদ্দিন
প্রধান শিক্ষক
সেরা চ্যালেঞ্জার একাডেমী, সুখারী, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

সেরা কুঞ্জ, ২৩৫/৪১, পার্কিং রোড, দক্ষিন কাটলী, নেত্রকোণা-২৪০০।
www.seraango.org ● Fb Id: ngoseraa